শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা	দৈনিক পূর্বদেশ	১৫ মার্চ, ১৯৭১

আন্দোলন চলবেঃ হরতাল অব্যহত থাকবে

(স্টাফ রিপোর্টার)

"জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। মুক্তিকামী মানুষ বিশ্বের সবখানে যারা প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন মুক্তির জন্য, আমাদের সংগ্রামকে তাঁদের নিজেদের বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহয্যে যারা শাসনের চক্রান্ত কর তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে।।"

আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার চিন্তা করেছিলেন যারা, তারা নিশ্চিতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ-সরকারী কর্মচারী, অফিস আর কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে- তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণ বরণ করতেই বদ্ধপরিকর।

গতকাল (রবিবার) শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এদেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাতা নত না করার দৃঢ়তায় একাট্টা। আমি তাই, সর্বশেষ নির্দেশ যাদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাঁদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মত নস্যাৎ হতে বাধ্য।

"বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণ বরণ করতে প্রস্তত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামে নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোন ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে যে কোন শক্তির মোকাবেলায় প্রস্তত থাকতে আবেদন জানাই।"

অপর এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন, জনগণের যে আন্দোলন গৌরবোজ্জ্বল দ্বিতীয় সপ্তাহ সমাপ্ত করেছে তা অব্যাহত থাকবে। গত দু'সপ্তাহের মত হরতাল অব্যাহত থাকবে। সেক্রেটারিয়েট, সমস্ত সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচী শুরু হবে নির্দেশাবলীর আকারে তা বিশদভাবে নীচে উল্লেখ করা হলো। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী কার্যকরী হওয়ার সংগে সংগে পূর্ব ঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

আগামী কর্মসূচী ঘোষণা

১নং নির্দেশ

সরকরী সংস্থাসমূহ

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটরসমূহ, সরকারী ও বেসরকারী অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্টে হরতাল পালন করবেন এবং নিম্নে বর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলী এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে তা মেনে চলবেন।

২নং নির্দেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

সমগ্র বাংলদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩নং নির্দেশ

আইন ও শৃংখলা রক্ষা

(ক) ডেপুটি কমিশনার ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের কোন দফতর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন ও শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সংগে ঘণিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

(খ) পুলিশ আইন ও শৃংখলার রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজন বোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন।

(গ) জেলের দফতরে কাজ চলবে এবং ওয়ার্ডারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪নং নির্দেশ

বন্দর (আভ্যন্তরীণ বন্দরসহ)

বন্দর কর্তৃপক্ষ পাইলটেজসহ সকল কাজ করে যাবেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র সেই সব অফিস খোলা থাকবে যেগুলি বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠ আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কিন্তু সৈন্য চলাচলে কিংবা সমরাস্ত্র আনানোর ও বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেয়ার কাজে কোনভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্যে খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। আভ্যান্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

৫নং নির্দেশ

আমদানি

আমদানিকৃত মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধানের জন্যে ইষ্টার্ণ

ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডে ও ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ একাউন্ট খোলা হবে। কাষ্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ একাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবেন কাষ্টমস কালেক্টরগণ তদানুযায়ী একাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোন মতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

৬নং নির্দেশ

রেলওয়ে

রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেই সব অফিসই খোলা থাকবে যে গুলি রেল চলাচলের জন্যে প্রয়োজনীয়। কিন্তু বংলাদেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহনের কোন কাজে কোনভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের আভ্যান্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্যে রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবেন।

৭নং নির্দেশ

সড়ক পরিবহন

সারা বাংলাদেশে ইপিআরসিটি চালু থাকবে।

৮নং নির্দেশ

আভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলো কাজ চালূ রাখার জন্য ই,পি,এস,সি, আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আই, ডাব্লিউ,টি,এ-র প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণ-নির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেওয়ার ব্যাপারে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোন সহযোগিতা করতে পারবেন না।

৯নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। সরাসরি বিদেশে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যাবে । ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়ার ও দেয়ার জন্য সোম, মংগল, বুধ ও বৃহস্পতিবার শুধু অপরাহ্ন তিনটা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টের যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫নং নির্দেশে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। আন্তঃঅঞ্চল প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোষ্টাল সেভিংস ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী কার্যরত থাকবে।

১০নং নির্দেশ

বাংলাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা ট্রাংক টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োনীয় বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১১নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলি কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণ-আন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

১২নং নির্দেশ

জেলা হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক, কলেরা রিচার্স ইনষ্টিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য সেনিটেশন সার্ভিসগুলো যথরীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেলথ সেন্টারে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

১৩নং নির্দেশ

বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সাথে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সাথে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

১৪নং নির্দেশ

গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এইসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের কাজও চালু থাকবে।

১৫নং নির্দেশ

ব্রিকফিল্ড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কয়লা সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

১৬নং নির্দেশ

আমদানী, বন্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরী ভিত্তিতে কার্যকরী থাকবে। এই সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ ও ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা জরুরী ভিত্তিতে চালু থাকবে।

১৭নং নির্দেশ

(ক) ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটপতঙ্গ নাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বন্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনিষ্টিটিউট ও এর প্রকল্পগুলি যথারীতি করবে।

(খ) পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতি চলাচল, বন্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তা ছাড়া, তেল, জ্বালানী, যন্ত্রপাতি ও এই সবের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

(গ) নলকূপ খনন, খাল খনন, ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষি ঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

(ঙ) যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হল তা কার্য সুচারুপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

(চ)কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলো থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় শাখাগুলো খোলা থাকবে।

(ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের তহবিল মওজুদ রাখতে হবে।

১৮নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ

বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদী খনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা-নেয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য জরুরী কাজ সুচারূপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারী এজেন্সী কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

১৯নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মান কার্য

বৈদেশিক সাহয্যে তৈরী রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী এজেন্সী ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মালমসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

২০নং নির্দেশ

সাহায্য ও পুনর্বাসন

ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরী ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পূনঃনির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারী এজেন্সী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিবে।

২১নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি ও ইপসিকের সকল কারখানায় কাজ চলবে এবং যতদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও চালিয়ে যেতে হবে।

২২নং নির্দেশ

বেতন দান

সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার কর্মচারী ও প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন- যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসাবে দেয়া হয়ে থাকবে, তাদের সেইভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকী বেতন দেয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরীর জন্য সরকারী, আধা-সরকারী বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

২৩নং নির্দেশ

পেনশন

সামরিক বিভাগের অবসারপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

২৪নং নির্দেশ

এ, জি (ইপি) ও ট্রেজারী

এই নির্দেশে যে সকল সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের টাকা-পয়সা দেয়া- নেয়া ও সরকারী কর্মচারীদের বিল তৈরীর জন্য সামান্য সংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

২৫নং নির্দেশ

ব্যাংক

(ক) ব্যাঙ্কিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)। কিন্তু শুক্রবারে ও শনিবারে ব্যাঙ্কিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্স অন্যান্য কার্যাবলী নিয়মিতভাবে চলবে।

(খ) কয়েকটি বিধি-নিষেধ ছাড়া ব্যাঙ্কগুলো যে কোন পরিমান জমা গ্রহণ, বাংলাদেশের ভিতর যে কোন পরিমান আন্তঃব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের ভিতর আন্তঃব্যাঙ্ক ট্রান্সফার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেইল ট্রান্সফার ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ ড্র করাসহ তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যাবে। যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) যদি চেকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধির বা বেতন রেজিষ্টারের সার্টিফিকেট থাকে তাহলে বেতন ও মঞ্জুরী পরিশোধ করা।

(২) সপ্তাহে এক হাজার টাকা পর্যন্ত বোনাফাইড ব্যক্তিগত ড্রইংস।

(৩) চিনিকলের জন্যে আখ এবং পাটকলের জন্যে পাটসহ শিল্পের জন্যে কাঁচামাল কেনার জন্যে অর্থ দান।

(৪) বাংলাদেশের ক্রেতাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়সহ যে কোন বাণিজ্যিক খাতে সপ্তাহে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত পেমেন্ট। ঐ অঙ্ক ক্যাশ অথবা ক্যাশড্রাফট মারফত উঠানো যাবে। কিন্তু উপরে উল্লিখিত (৩) ও (৪) নম্বর শর্তে কোন অর্থ দেয়ার পূর্বে অতীত রেকর্ড দেখে ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, অর্থ গ্রহণকারী একজন বোনাফাইড শিল্প অথবা বাণিজ্যিক সংস্থা অথবা ব্যবসায়ী এবং সে যে অর্থ উঠাচ্ছে তা তার গত এক বছরে সাপ্তাহিক গড় অর্থ উঠানোর চাইতে বেশী না হয়।

(৫) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত তালিকাভুক্ত কণ্ট্রাক্টরদের অর্থদান। তবে যে কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কাছ থেকে চেকে একটি সার্টিফিকেট আনতে হবে যে, যে টাকাটা উঠাতে চাওয়া হচ্ছে তা উল্লিখিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয়।

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরের যে কোন একাউন্টে ক্রস চেক ও ডিম্যাণ্ড ড্রাফট প্রদান করা ও জমা নেয়া যাবে।

(ঘ) স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ঢাকা থেকে অর্থ প্রদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে টি,টি, পাঠানো যাবে। যে সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত সেগুলো ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পাওনা করতে পারবে।

(ঙ) অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য সোমবার, মংগলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এক ঘন্টা আন্তঃশাখা টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস চালু থাকবে।

(১) প্রত্যেকটি বাণিজ্যিল ব্যাঙ্ককে সোমবার ও বুধবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি খবর পাঠাতে পারে।

(২) প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে মংগলবার ও বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে একটি খবর পেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশের আভ্যান্তরীন ব্যাঙ্ক পদ্ধতির জন্য টেলিপ্রিন্টার সার্ভিসের কাজ অব্যাহত থাকবে।

(ছ) বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বিল সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্রস চেক বা ক্রস গ্রান্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করতে হবে।

(জ) অনুমোদিত ডিলরের সাহায্যে ফরেন ট্র্যাভেলার্স চেক ভাংগানো যাবে।

(ঝ) কূটনীতিকগণ অবাধে তাদের এ্যাকাউন্টের কাজ পরিচালনা করতে পারবেন এবং বিদেশী নাগরিকগণ বৈদেশীক মুদ্রা এ্যাকাউন্ট পরিচালনা করতে পারবেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঞ) লাকর্স পরিচালনার কাজ বন্ধ থাকবে।

(ট) স্টেট ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না।

(ঠ) বিদেশী রাষ্ট্র থেকে লাইসেন্সের মাধ্যমে দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য লেটার অব ক্রেডিট খোলা যাবে।

(ড) পণ্য বিনিময়ের চুক্তি (যে সমস্ত দ্রব্যাদি ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে) মোতাবেক প্রেরিত দ্রব্যাদি ছাড় করতে হবে।

(ঢ) ইষ্টার্ন মারকেন্টাইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড ও ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড -এর মারফত বকেয়া রপ্তানী বিল সংগ্রহ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলোর প্রতি নির্দেশে মোতবেক কাজ পরিচালিত হবে।

<u>২৬নং নির্দেশ</u>

স্টেট ব্যাঙ্কও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত কাজ করবে এবং সে একই অফিস সময়ে চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি কাজ করার জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠমো ও বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ‘পি’ ফর্ম বরাদ্দ করা যেতে পারে এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্যে বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

<u>২৭নং নির্দেশ</u>

বাংলাদেশের জন্য আমদানী লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি বিধি ব্যাবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রপ্তানী কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

<u>২৮নং নির্দেশ</u>

সকল ট্রাভেল এজেন্ট অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লদ্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে।

<u>২৯নং নির্দেশ</u>

বাংলাদেশে সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

<u>৩০নং নির্দেশ</u>

পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো, সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১নং নির্দেশ

কোন খাজনা কর আদায় করা যাবে না। (ক) পুনঃনির্দেশ দেওয়া পর্যন্ত, (১) সকল ভুমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে, (২) বাংলাদেশের কোথাও কোন লবণ কর আদায় করা যাবে না, (৩) বাংলাদেশে কোথাও তামাক কর আদায় হবে না, (৪) তঁতীরা আবগারী শুল্ক দান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলারেরা তাদের কাছ থেকে কোন আবগারী শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

(খ) এ ছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর-যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের উপর ধার্যকৃত কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অবট্রয় সহ সকল স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পরোক্ষ কর-যেমন আবগারী শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা যাবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক অথবা ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে 'বিশেষ একাউন্ট' খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাঙ্ক দুটিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময়ে তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর যেমন- আয়কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩২নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালূ থাকবে এবং পোষ্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স সকল বীমা কোম্পানী কাজ করবেন।

৩৩নং নির্দেশ

সকল ব্যবসা-শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪নং নির্দেশ

সকল বাড়ীর শীর্ষে পতাকা উত্তোলিত হবে।

৩৫নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।